***African Systems of Kinship and Marriag*.* Edited by A. R. Radcliffe-Brown and Dandl Forde. London: Oxford University Press (Geoffrey Cumberlege). 1951. Pp.391.**

র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন তাঁর **African Systems of Kinship and Marriag** গ্রন্থে সেই সময়ের আফ্রিকান সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তৎকালীন আফ্রিকান সমাজের পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার আগে তিনি সেই সমাজের কাঠামো তথা সেই সমাজ কিভাবে কাজ করে তার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন তুলনামূলক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে। এই গ্রন্থে বিশেষ করে কার্যবাদী ধারনাকে সামনে তুলে ধরা হয় যার মূল বক্তব্য হল যেকোন সংস্কৃতি একটি সার্বিক কাঠামো যার বিভিন্ন উপাদানগুলি একে অন্যের সাথে মিলেমিশে কাজ করে এই কাঠামো কে ধরে রাখতে সহায়তা করে। কাঠামোর পরিবর্তনের দিকটি স্বীকার করে নিলেও কাঠামোর যে সাধারন নিয়মগুলো রয়েছে তাতে কোন পরিবর্তন ঘটে না। নতুন যে আত্মীয়তার কাঠামো তৈরী হয় তা আগের কাঠামোর নিয়মেই তৈরী হয়। অর্থাৎ কাঠামোটি যে নিয়মের সমন্বয়ে তরী হয় তা অপরিবর্তনীয় থাকে, পরিবর্তন হয় শুধু বাহ্যিক কাঠামোটির। এই গ্রন্থে যেভাবে কার্যবাদকে তুলে ধরা হয় তা শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা হিসেবে নয় আফ্রিকান সমাজের বর্তমান কাঠামো জানার ক্ষেত্রও বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে উঠে এসছে যে আফ্রিকান সমাজে আত্মীয়তার ব্যবস্থা সমাজের অন্যান্য দিকের চেয়ে অধিক মাত্রায় পরিবর্তনের পরিপন্থী। সমাজের বিভিন্ন প্রকারের আত্মীয়তা ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা সম্ভব। বিশেষ করে বিভিন্ন আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলের আত্মীয় ব্যাবস্থার মধ্যে তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বেশ কিছু সাদৃশ্য তুলে ধরার তিনি চেষ্টা করেন। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার সোয়াজি এবং উত্তর আমেরিকার চেরকীদের মধ্যে একই বংশের সমস্ত মহিলাদের বা বিশেষ দাদু ঠাকুমাদের গোত্র বা বংশকে বোঝানোর জন্য 'গ্রান্ডমাদার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।এই ভাবে তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে আত্মীয়তার একটি সাধারন তত্ত্ব গঠন করা সম্ভব হবে।

এই গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই যে তুলনামূলক গবেষনা পদ্ধতি হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যাচাই করার উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এই বিষয়ে আরো ভাল করে বোঝা যাবে Prohibited এবং Preferencial বিবাহের ক্ষেত্রে। এইসব বিবাহের ক্ষেত্রে বিবাহ সংক্রান্ত যেসব রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠান রয়েছে যেগুলো সামাজিক কার্যগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করছে তা-ই আত্মীয়তার কাঠামোকে ধরে রাখতে সাহায্য করে। সাধারন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারবে কিভাবে এই কার্যবাদি তত্বের প্রয়োগ ঘটানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে গ্লুকম্যানের জুলু ও লোজি, ফর্টিসের অশান্তি, রিচার্ডের বেম্বা, প্রভৃতি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ড. স্ক্যাপেরা তাওয়ানাদের উপর কাজ করেছিলেন। তাওয়ানা-রা হল পিতৃবংশীয় গোষ্ঠি কিন্তু এদের মধ্যে একই বংশের কন্যা ও কন্যার পিতার ভ্রাতার বিবাহ প্রচলিত আছে। আফ্রিকান উপজাতিদের মধ্যে আর কোথাও এটি দেখা যায়না। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের ব্যতিক্রম বিশেষ গবেষনার দাবি রাখে।

র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন এই গ্রন্থে চার ধরনের আত্মীয়তার সম্পর্ক তুলে ধরেন। পিতৃ অধিকার, মাতৃ অধিকার, কগন্যাটিক ব্যাবস্থা এবং দ্বৈত বংশীয় ব্যাবস্থা। চতুর্থ ধরনটির ব্যাপারে অধ্যাপক ফোর্ড তাঁর ইয়াকো নামক আদিবাসি উপজাতিদের উপর গবেষোণায় তুলে ধরেন। যেখানে বলা হয় প্রত্যেকের দুরকমের সম্পর্ক রয়েছে একটি তাঁর মাতৃ বংশে অন্যটি তাঁর পিতৃ বংশে। মাতৃ অধিকারের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায় ফর্টিসের গবেষণাকৃত অসান্তি নামক উপজাতিদের মধ্যে। অধ্যাপক রিচার্ডসের গবেষণায় মধ্য আফ্রিকায় মাতৃ অধিকারের কিছু বৈশিষ্ট্য সেখানকার আদিবাসি উপজাতিদের মধ্যে দেখতে পাওয়া গেছে। এদের সকলের কাজের মধ্য দিয়ে আফ্রিকার আদিবাসি উপজাতিদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে তা বোঝা সম্ভব। তাঁদের কাজের মধ্য দিয়ে আত্মীয়তার ব্যাবস্থার যে বিভিন্ন ধরন ও আত্মীয়তার কাঠামোর যে জটিলতা রয়েছে সে সম্পর্কেও সম্যক ধারনা লাভ করা সম্ভব।